

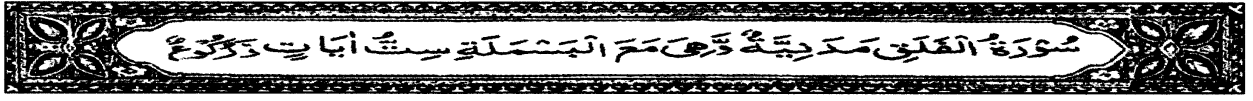
সূরা আল্ ফালাক-১১৩ (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের তারিখ ও প্রসঙ্গ

এ সূরা এবং পরবর্তী সূরাটি এমনি পরস্পর সংযুক্ত যে যদিও এ দুটোর প্রত্যেকটি সূরাই স্বাধীন, পূর্ণ ও স্বতন্ত্র, তথাপি পরবর্তী সূরা 'সূরা আন্ নাস'কে এ সূরার পরিপূরক বলা যেতে পারে। এ সূরাতে একই বিষয়ের একটি দিক আলোচিত হয়েছে এবং পরবর্তী সূরাতে অপর একটি দিক আলোচিত হয়েছে। দুটি সূরাকে একত্রে বলা হয় 'মুআত্তেযাতান' (নিরাপত্তা দানকারী যুগল)। কারণ দুটি সূরাই আরম্ভ হয়েছে নিরাপত্তা চেয়েঃ আমি সৃষ্টির প্রভু-প্রতিপালকের আশ্রয় চাই। এ দুটি সূরার অবতরণকাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বহু মতভেদ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ্‌সহ অনেকেরই মতে এ দুটি মাদানী সূরা। অপরপক্ষে হযরত হাসান, ইকরামা, আতা ও জারীর প্রমুখ অনেকের মতে এ দুটি মক্কী সূরা। সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে অধিকাংশ মুসলিম মুফাস্সির এ দুটি সূরাকে মক্কী সূরা বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

সূরা ইখলাসের সাথে এ সূরা দুটির সম্পর্ক রয়েছে। সূরা ইখলাসে মু'মিনদেরকে এ কথা ঘোষণা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, প্রচার করতে থাক, আল্লাহ্‌ এক-অদ্বিতীয় ও অনন্য, সব কিছুর উর্ধ্বে সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী ও অংশীদারবিহীন। আর এ দুটি সূরাতে (ফালাক ও নাস) মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে, উপরোক্ত ঘোষণা করতে যেয়ে অত্যাচারী শাসক, নির্মম একনায়ক রাজা কিংবা দাঙ্কিক বাদশাহ্‌র ভয়ে তারা যেন ভীত না হয়। এটা মু'মিনদের পবিত্র কর্তব্য তারা যেন দৃঢ়-প্রত্যয়ের সঙ্গে এ কথা মনে গেঁথে রাখে, আল্লাহ্‌ই এ মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক এবং তাঁর বান্দাগণকে এ সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন শক্তিধরদের ক্ষতি-সাধন থেকে বাঁচাতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। যদিও এ সূরা দুটি কুরআনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, তথাপি এ দুটিকে কুরআনের 'উপসংহার' বলা যেতে পারে। সূরা ইখলাস দ্বারা কুরআনের মূল বক্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা সমগ্র কুরআনের সারাংশ ও নির্যাস এর মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। অতপর পরবর্তী সূরা দুটিতে কুরআনের এ অতি-সংক্ষেপিত শিক্ষা থেকে যাতে মু'মিনদের কোন রূপ বিচ্যুতি না ঘটে এবং তাদের ইহলৌকিক মঙ্গল ও পারলৌকিক উন্নতির সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দুষ্কর্ম ও কুপ্রবৃত্তির যাতে তারা শিকার না হয়, সেজন্য ঐশী সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। মহানবী (সাঃ) রাতে ঘুমুতে যাবার প্রাক্কালে এ সূরাগুলোকে নিয়মিতভাবে পাঠ করতেন।

★ [এ সূরায় সতর্ক করা হয়েছে, প্রত্যেক সৃষ্টির ফলশ্রুতিতে কল্যাণ ছাড়াও অকল্যাণও সৃষ্টি হয়। অতএব এ সৃষ্টির অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাক। আর সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির অকল্যাণ থেকেও আল্লাহ্‌ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা কর, যা আবারো একবার পৃথিবীতে ছেয়ে যাবে। আর সেসব জাতির অকল্যাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা কর, যারা মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাদের পৃথক করে দিয়ে থাকে। তাদের নীতিই হলো, Divide and Rule (বিভক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন)। তারা এ নীতিতে বিশ্বাস করে, শাসন করতে হলে জাতিসমূহের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দাও। এটি Imperialism (সাম্রাজ্যবাদ) এর সার কথা। এরাই পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করবে। এতদসত্ত্বেও ইসলাম অবশ্যই উন্নতি করবে। নতুবা ইসলাম তখনই হয়ে গেলে এর প্রতি হিংসা সৃষ্টিই হতে পারে না। হিংসার বিষয়টি বলে দিচ্ছে, ইসলাম উন্নতি করবেই এবং ইসলাম যখনই উন্নতি করবে শত্রুরা এর প্রতি হিংসা পোষণ করবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহেঃ) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]



সূরা আল ফালাক-১১৩

মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকু

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

★ ২। তুমি বল, ‘আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয়^{৩৪৭০} চাই।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ②

৩। (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ③

৪। এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর^{৩৪৭১} অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ④

৫। এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট থেকে^{৩৪৭২}

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ⑤

৬। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।’

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑥

দেখুন : ক, ৬ঃ৯৭।

৩৪৭০। ‘ফালাক’ অর্থ উষাকাল, দোযখ, সৃষ্টির সাকল্যটা (লেইন)। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এসব ব্যাপারে প্রার্থনা করার জন্যঃ (১) ইসলামের উপর থেকে অত্যাচার-অনাচারের অন্ধকার রাত্রির অবসান হয়ে যখন উজ্জ্বল উষার আগমন ঘটবে তখন ঐ উষার সূর্য মধ্য আকাশে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইসলামের আকাশে যেন আলো ছড়াতে থাকে, (২) আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যেসব অশুভ প্রভাব থাকতে পারে- যেমন বংশগত, পারিপার্শ্বিকতা, ভ্রমাত্মক শিক্ষা সেগুলো থেকে যেন আল্লাহ মু’মিনকে রক্ষা করেন, (৩) আল্লাহ যেন তাদেরকে ইহকালের ও পরকালের নরক-যন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

৩৪৭১। এ আয়াত বর্তমান যামানার অশুভ তৎপরতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যখন সত্যের জ্যোতি নিভে গিয়ে পাপ ও অন্যায় বিশ্ব-ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে অথবা এ আয়াত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কঠিন কালকেও বুঝাতে পারে যখন সে চতুর্দিকে কেবল অন্ধকারই দেখতে পায়, আশার সামান্য আলোক-রশ্মিও তার দৃষ্টি-গোচর হয় না।

৩৪৭২। এ আয়াতটি কুমন্ত্রণা-দানকারী কুচক্রীমহলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলছে, সেসব কুচক্রীরা মৈত্রী-বন্ধনে জোট-বদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খল প্রশাসনকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য কর্তৃত্বকারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় ও জনগণকে উদ্ধানী ও প্ররোচনা দিতে থাকে, অজুহাত সৃষ্টি করে আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালিত করে এবং বিশ্বাস-ভঙ্গের ইন্ধন যুগিয়ে মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করে। এ সূরাটি মানুষের এ জীবনের পার্থিব ব্যাপার ও বিষয়াদির অবস্থা ব্যক্ত করেছে। আর পরবর্তী সূরাটি ব্যক্ত করেছে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয়াদির অবস্থার কথা। মানুষকে জীবনে বহু প্রকারের প্রতিবন্ধকতা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। যখনই সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়, বিশেষ করে যখনই সে সত্যের আলো বিস্তারের মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করে, তখনই অন্ধকারের অশুভ শক্তি তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। তা সত্ত্বেও যখন সে কৃতকার্যতার কাছাকাছি পৌঁছে তখন কুচক্রী-বাহিনী তার পথে বিভিন্ন ধরনের বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তার পরেও যখন সে কৃতকার্যতার দ্বার খুলে ফেলে তখন হিংসুটে মানুষের দল তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে চায়। এসব বাধা-বিঘ্ন, বিপদাপদ ও সংকটাবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মু’মিনদেরকে এভাবে দোয়া করার ও সাহায্য চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যাতে চতুর্দিকের অন্ধকারে সে আলো পায়, পথ দেখতে পায় এবং দুষ্কৃতকারীদের ষড়যন্ত্র ও হিংসুটে মানুষের হিংসার থাবা থেকে রক্ষা পায়।